B day আজ

বরুণ গান্ধি
১৯৮০
নতুন দিল্লি

গীতা বাসরা
১৯৮৪
মুম্বাই

অভিনয়ের পাশাপাশি কঙ্গনা রানাওয়াত রাঁধতে দারুণ ভালোবাসেন। হেঁশেলে যাতায়াত খুব কম বয়স থেকেই। তাঁর রান্না খেয়ে বলিউডের অনেকেই আঙুল চেটেছেন!

তারাদের কথা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ মার্চ ২০১৮ সাত

আসলে প্রতিশোধের গল্প। মাঝখানে একটি মেয়ে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তাকে সুবিচার পাইয়ে দেওয়া। সবকিছুর ভিতর সাবধানে নারীবাদের নৈবেদ্য সঙ্গে থ্রিলারের টাকনা। জমে যেতে পারত ছবি কিন্তু চারপাশে আগুনে বিভাজিকার বিপজ্জনক হাঁ! পথ হারিয়ে ফেলল থ্রিলার। মাত্রাতিরিক্ত 'ঘৃণা'র কথা বলতে গিয়ে ছবি শুধু খারাপ লাগাই জড়ো করল।

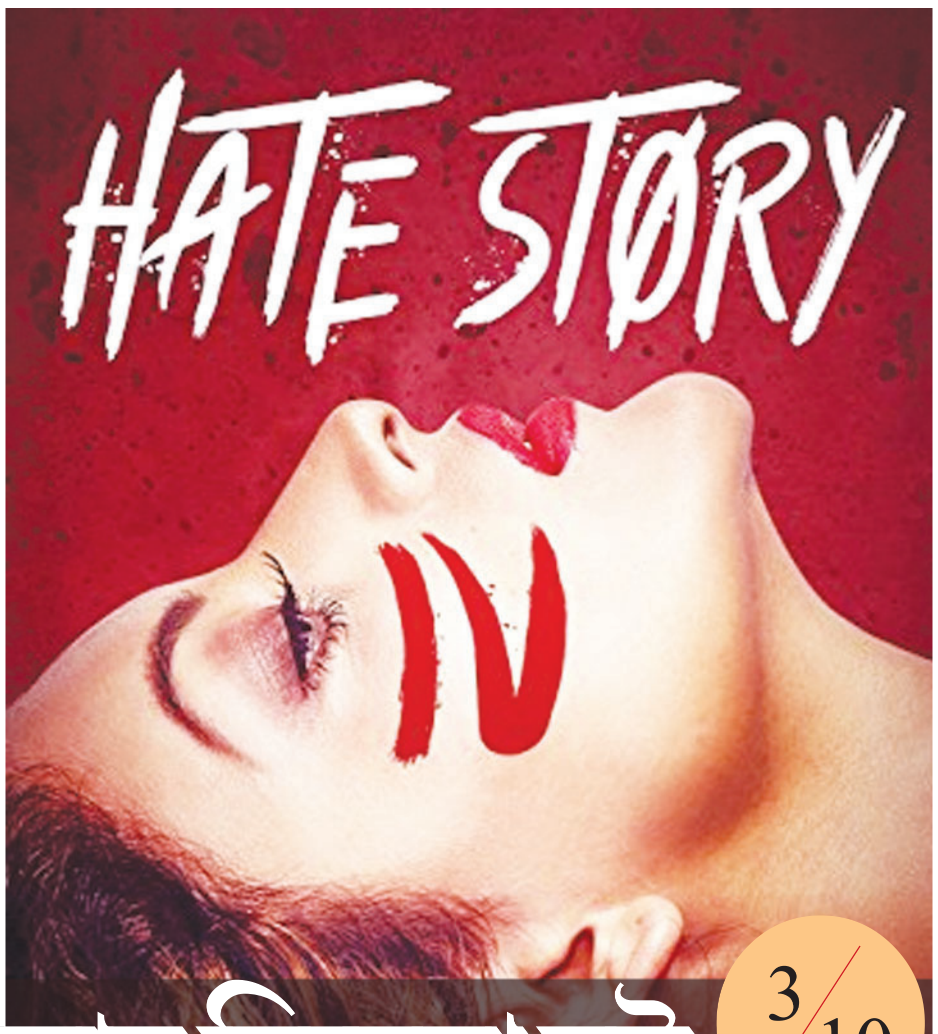

অতি যৌনতায় সিনেমা নষ্ট

3/10

যৌনতা মোহময়ী, চুম্বকীয়। এবং তা যদি নিষিদ্ধ মশলার টাকনায় আসে, তাহলে স্বাদ বাড়ে। সাহিত্য, সিরিয়াল, টিভি–র অনুষ্ঠান সবেতেই যৌনতার তুলি বোলানো হচ্ছে শিল্পের নামে তৈরি কোনো আখাম্বা চালচিত্রে! সিনেমাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এখন দেশে এই মশলা দিয়েই সিনেমার ডিলিশাস প্লেট তৈরি হচ্ছে এবং এর খাদক সংখ্যা বেশ ভালো! হেট স্টোরি ১ থেকে ৪, কোনো শিল্পভাবনা বা দায়বদ্ধতা নিয়ে নির্মাতারা ছবি তৈরি করতে বসেননি। ব্যবসাই উদ্দেশ্য। ফ্র্যাঞ্চাইজির ৪ নম্বর ছবিটিও যৌনতার পথেই বেদম হয়ে গেল!

হেট স্টোরি ৪–এর গল্প

বিক্রম খুরানা লন্ডনের রয়্যাল ফ্যামিলির অন্যতম। তাঁর এই সাফল্য এবং আভিজাত্য অনেকের ঈর্ষার কারণ। সেখান থেকেই এই পরিবারকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র শুরু। আরিয়ান আর রাজবীর বিক্রমের ছেলে। আরিয়ান বড়ো। রাজবীর ফোটোগ্রাফার। বিক্রম লন্ডনের মেয়র হবার লড়াইয়ে নামছেন। নামেমাত্র কাজ করলেও বিক্রমের ছেলেরা মিথ্যে বলতে ওস্তাদ, মেয়েদের ফাঁসানো এবং উদ্দাম যৌনাচারেও সিদ্ধহস্ত। এদের নিয়ে বাবা চিন্তিত কারণ এই বিশাল খুরানা সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তো তারাই। অথচ তাদের উপর ভরসা করা প্রায় অসম্ভব। এর মধ্যে তাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসে। হঠাৎ তারা দেখা পায় টাশার। একটি বারে স্ট্রিপটিজ করে সে। এই মেয়েটি স্বপ্ন দেখে লন্ডনের মতো শহরে অনে–ক বড়ো হবার। তার সৌন্দর্য, শরীর, স্বপ্ন এক লহমায় দুই ভাইকে হতচেতন করে দেয়। তারা টাশার ভাগ্য গড়ে দেবার কথা ভাবে।

কীভাবে? তা জানে না! কিন্তু ওরা দুজনেই টাশাকে কেন্দ্র করে বাঁচতে শুরু করে। শুরু হয় স্বপ্নপূরণের অলিগলি দিয়ে হাঁটা, আলো–অন্ধকারে শরীরে শরীর হারানো এবং সম্পর্ক বদলাতে শুরু করে তখনই। কিন্তু শরীরের মোহ টেনে নিয়ে যায় তাদের শত্রুতার অন্দরে। দুই ভাই হয়ে যায় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্ল্যাকমেল, প্রতিশোধ, খুন––পরপর ঘটতে থাকে। এরপর? খুরানা পরিবার কি বাঁচল? আরিয়ান বা রাজবীর কোথায় গেল? বাকিটা দেখতে চাইলে যেতে হবে সিনেমা হলে।

পরিচালক বিশাল পান্ড্য

পরিচালক বিশাল পান্ড্যর কথা বলার আগে সংলাপ লেখক মিলাপ মিলান জাভেরির নোনতা সংলাপের কথা বলা দরকার। টাশার কথা, 'তুমনে জিসম নেহি লিয়া হোতা তো আজ মুঝে ওয়াক্ত দেনে কি জরুরত নেহি হোতি।' যেমন 'ইউ (ইংলিশ পিপ্‌ল) জাস্ট রুলড্‌ আওয়ার ল্যান্ড। অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান, আই অ্যাম হিয়ার টু রুল ইয়োর হার্টস।' বা 'পতা নেহি তুমনে মেরে হোটোঁ কো কেয়া রিশওয়ত দি হ্যায় কি ইয়ে মুঝসে জাদা তুমহারি শুনতা হ্যায়।' অথবা 'বেডরুম মে কি গয়ি প্রমিস বোর্ডরুম মে নেহি লাতে!'

পরিচালক বিশাল একটা বিশেষ বিষয় এনেছিলেন ছবিতে––ইভটিজিং। কিন্তু তার জন্য দৃশ্যের পর দৃশ্য শুধু শরীরী উপত্যকার যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্যামেরার অশোভন অ্যাঙ্গেল দিয়ে উঁচুনিচু শরীরের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত, যত্রতত্র চুম্বনদৃশ্য দামি বিষয়টিকেই নষ্ট করেছে! মেয়রের নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় মিটিং হয়েছে হিন্দি ভাষায়, মানে ব্রিটিশরা হিন্দিতে মিটিং করেছেন! হায় ভগবান!

অভিনয়

প্রথমে বলতে হয় ঊর্বশী রওটেলার কথা। ছবির প্রধান ভূমিকাই তাঁর। সাধারণ এক বার নাচিয়ে হিসেবে তাঁর চরিত্র পর্দায় আসে। তারপর ছবি যত এগোয়, চরিত্রটি পথ বদলায়। অনেক বাঁক আসে চরিত্রে এবং জীবনের বহু সত্য উদঘাটিত হয়। ঊর্বশীর জন্য যেন শরীরী বিভাজিকার ব্যবহারই রেখেছিলেন পরিচালক, এবং তিনি পরিপূর্ণভাবে সেটাই করেছেন। করণ ওয়াহি সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। ভিভান, গুলশনরাও ছবিকে পারফরম্যান্স দিয়ে সাহায্য করেছেন।

অন্য দিক

ছবির লোকেশন ভালো। ক্যামেরা নায়িকা বা অ–নায়িকাদের শরীরের আনাচ কানাচ খুঁজেছে, আর তার করার মতো কিছু নেই। এডিটিং চলনসই। ছবিতে গান আছে এই পর্যন্ত। আলাদা করে তা দাগ কাটে না।

শেষ কথা

নির্মাতাদের সৎ উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতির ফলে একটি নিটোল থ্রিলারের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, গল্পের আলগা জোড়গুলোও পুরো ছবিতে দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরেছে। একেই কি বলে অতি যৌনতায় সিনেমা নষ্ট?

হেট স্টোরি ৪

অভিনয়ে
ঊর্বশী রওটেলা, করণ ওয়াহি, ভিভান ভাটেনা, গুলশন গ্রোভার

পরিচালক
বিশাল পান্ড্য

ব্যানার
টি–সিরিজ ফিলম্‌স

১ বলিউডে প্রিয়া

চোখ মেরে ঝড় তোলা প্রিয়া প্রকাশ পা রাখতে চলেছেন বলিউডে। তাঁকে দেখা যাবে রণবীর সিং–এর বিপরীতে।

২ জন্মদিন

প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেয়ে সমিরার জন্মদিন সেলিব্রেট করলেন করিশ্মা কাপুর!

৩ মোমের কাটাপ্পা

মাদাম তুসোয় ঠাঁই পেতে চলেছেন বাহুবলীর 'কাটাপ্পা' সত্যরাজের মোমের মূর্তি। তামিল হিসাবে তিনিই প্রথম।

৪ মাধুরীর ঝুলিতে

করণ জোহরের 'শিদ্দত'–এ অভিনয় করার কথা ছিল শ্রীদেবীর। সম্ভবত সেই চরিত্র যাচ্ছে মাধুরী দীক্ষিতের ঝুলিতে।

৫ গোয়েন্দা নওয়াজ

স্ত্রীর উপর গোয়েন্দাগিরি করেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। অভিযোগ পাওয়া মাত্র তাঁকে ডেকে পাঠাল পুলিশ।

নজরে দশ

৬ বিজ্ঞাপনের মুখ

একটি বিখ্যাত ঠান্ডা পানীয় সংস্থা রণবীর কাপুরকে সরিয়ে বিজ্ঞাপনের মুখ হিসাবে বেছে নিল পুলকিত সম্রাটকে।

৭ নিষিদ্ধ ফোন

শুটিং–এর টুকরো ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল অনলাইনে। তাই 'ধড়ক'–এর ফ্লোরে নিষিদ্ধ হল ফোন।

৮ কভারে কন্যা

শাহরুখ–কন্যা সুহানা খানকে খুব শিগ্‌গির দেখা যাবে একটি ম্যাগাজিনের কভারে। গৌরী এই খবর জানিয়েছেন।

৯ অখুশি আমির

'থাগস অফ হিন্দোস্তান'–এ ক্যাটরিনার অ্যাকশন দৃশ্য দেখে অখুশি আমির খান। রিশুট–এর অনুরোধ করেছেন।

১০ শুটিং

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, রাকেশ শর্মার বায়োপিক 'স্যালুট'–এর শুটিং–এ ব্যস্ত থাকবেন শাহরুখ খান।

জয়সলমিরে কিশোর

১৫ মার্চ শুরু হবে 'কিশোর কুমার জুনিয়র'–এর জলসলমির পর্বের শুটিং। তাই দুই সহকারী চন্দ্রাশিস রায় ও রাজদীপ ঘোষকে নিয়ে সোনার কেল্লার শহরে উড়ে গেলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা ছেড়ে বাইরে কেন? পরিচালক জানালেন, চিত্রনাট্যের প্রয়োজনেই। আমার ছবিতে থাকবে মরুভূমির কয়েকটি দৃশ্য। তবে সোনারকেল্লা আমরা দেখাব না। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে শুট করব।'

ছবিতে অভিনয় করছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং অপরাজিতা আঢ্য। গত কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকজন লাইভ মিউজিশিয়নকে নিয়ে শুটিং সেরেছেন কৌশিক। ছিলেন প্রসেনজিৎও। পাড়ার জলসার আবহ যতটা সম্ভব নিখুঁত রাখার চেষ্টা করছেন পরিচালক।

দুই সহকারীর ঢালাও প্রশংসা করে কৌশিক বলেন, 'চন্দ্রাশিস এবং রাজদীপের কোনো তুলনাই চলে না। দুজনের দারুণ এনার্জি। কিছুদিন আগে ওরা চুর্ণির সঙ্গে কাজ করল। আবার আমার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে জয়সলমিরে। ওরা সঙ্গে থাকায় আমার কাজ অনেকটা হালকা হবে।'

ছবিতে প্রসেনজিৎ অভিনয় করছেন একজন কিশোরকণ্ঠী গায়কের ভূমিকায়। একসময় তিনি লিপ দিয়েছেন কিশোরের গাওয়া বহু হিট গানে। কৌশিকের সঙ্গে বুম্বাদার এটি দ্বিতীয় ছবি।

ঝোড়ো নাচে শাকিব

ফাটিয়ে নেচেছেন শাকিব খান। বাংলাদেশের সুপারস্টারের প্রতিটা স্টেপ ঝড় তুলেছে দুই বাংলার যুবক যুবতীদের মনে। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের কথায় সুর বসিয়েছেন স্যাভি। 'চালবাজ'–এর সেই টাইটেল সং–এ দুর্দান্ত কোমর দুলিয়েছেন শাকিব। সম্প্রতি বহু প্রতিক্ষীত ছবির হিট আইটেমটি সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলিজ করেছেন নির্মাতারা। শাকিবের বিপরীতে আছেন শুভশ্রী। অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে আশিস বিদ্যার্থী, রজতাভ দত্তকে। ভারত–বাংলাদেশের এই যৌথ প্রযোজনার সিংহভাগ শুটিং হয়েছে লন্ডনে।

নয়া নিয়মে ছোটোদের শো

ন্যশনাল প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস বা এনপিসিআর রিয়ালিটি শো–তে বাচ্চাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়মনীতি তৈরি করবে। সবকিছুই ঘটছে গত মাসে গায়ক পাপনের চুম্বনের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

এনপিসিআর জানিয়েছে, টিভি শো–তে বাচ্চাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আমাদের নিয়ম তৈরি হয়েছিল ২০১১–তে। ২০১২–এ প্রিভেনশন অফ চাইল্ড সেক্সুয়াল অফেন্সেস, ২০১৫–এ জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এবং চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট অ্যামেনমেন্ড হয় ২০১৬–এ। 'নতুন আইনের ভিত্তিতে আমরা আমাদের নিয়মগুলোর পরিবর্তন করব।' বলেছেন এনসিপিসিআর–এর চেয়ারপার্সন স্তুতি কেকার।

ঘটনার সূত্রপাত ভয়েস ইন্ডিয়া কিডস্‌–এর হোলি সেলিব্রেশনের দিন। গায়ক পাপন একটি অল্পবয়সি মেয়ে যে প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীও বটে, তাকে রং মাখানের সময় প্রায় জোর করে চুম্বন করেন! ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই কর্মকাণ্ডে মেয়েটির সায় নেই। এরপর পাপনের নামে এফআইআর হয়। পাপনের সোশ্যাল মিডিয়ায় হেনস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকর্মীরাও তাঁর পাশ থেকে সরে যান। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ পাপনকে শো থেকে বাদ দিয়ে দেন। পাপন দাবি করেন তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। এবং তাঁকে বাদ দিয়েই এবারের মতো শো শেষ হয়েছে।

দীপিকা নেই

৩ এক্স সাইন করেছিলেন হলিউডে নিজের নায়িকা হবার স্বপ্নকে সার্থক করতে। পরিচালক ডিজে কারুশো এবং নায়ক ভিন ডিজেল। প্রচারও যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তেমন কাজ হয়নি। ছবি আমেরিকা বা তার আশপাশে চলেনি। তবে চিনে ছবি ভালো ব্যবসা করে। সেটাই পরিচালককে উৎসাহিত করেছে ৩ এক্স–এর সিক্যুয়েল বানাতে। টুইট করে জানিয়েওছেন যে এবারও দীপিকা ছবির প্রধান ভূমিকায় আসবেন। তবে এবার দীপিকা নিজেই উৎসাহ পাচ্ছেন না। একটি পত্রিকা জানিয়েছে, তিনি আর এই প্রজেক্টে থাকবেন না। কারণ এই ছবি তাঁর হলিউডের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি! এই মুহূর্তে তিনি মন দিয়েছেন বিশাল ভরদ্বাজের ছবিতে। তবে সেটিও আটকে কারণ ছবির নায়ক ইরফান খান অসুস্থ। কী হয়েছে তাও জানা যায়নি। এ ছবি না হলে দীপিকা কোন ছবিকে সময় দেবেন এখন সেটাই দেখার।

নাচনেওয়ালি জয়া আজমের আক্রমণ

উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদি পার্টির আজম খান, হালে ঠিক এই মন্তব্যই করেছেন অভিনেত্রী জয়াপ্রদা সম্বন্ধে। কারণ তিনি টুইট করেছিলেন, 'পদ্মাবত দেখে আলাউদ্দিন খলজির চরিত্র আমাকে আজম খানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।' ২০১০–এর লোকসভা নির্বাচনের সময় আজম খান এবং তাঁর সহযোগীরা খোলাখুলি জয়া প্রদার বিরোধিতা করেছিলেন। জয়ার মনে হয়েছে আজম খলজির মতোই 'খারাপ', তাই এত নক্কারজনকভাবে তাঁকে হেনস্থা করেছিলেন রাজনীতির যুদ্ধক্ষেত্রে!

সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়ার এই 'বিশ্লেষণ' ভাইরাল হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এবার টার্ন আসে আজম খানের। তিনি জয়াকে আক্রমণ করলেন একেবারে জনসমক্ষে। একটি সভায় সরাসরি বলেছেন, 'পদ্মাবত বানানো হয়েছে। শুনেছি আলাউদ্দিন খলজি খুব খারাপ মানুষ। এক নাচনেওয়ালি এর উপর ভিত্তি করেই আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে। আপনারাই বলুন এসব নাচনেওয়ালি গানেওয়ালিদের গুরুত্ব দিলে রাজনীতিতে মন দেব কী করে?'

প্রসঙ্গত জয়াপ্রদাকে তেলুগু দেশম থেকে সমাজবাদি পার্টিতে নিয়ে এসেছিলেন আজম খানই। ২০০৯–এ তাঁকে লোকসভায় রামপুরের সিট ৮৫০০০ ভোটে জিততে সাহায্য করছেন। এই সুসম্পর্কে চিড় ধরে যখন জয়া, অমর সিং ক্যাম্পে যোগ দেন। ২০০৯–এ সম্পর্ক খুব খারাপ হয়। এরপর জয়া আর অমর সিং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

টিম তারাদের কথা উপালি মুখোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অংশুমান চক্রবর্তী, সায়ন্তী মণ্ডল, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha